**POLITICAL SCIENCE (HONS-3RD SEM)**
**CC-6: Perspectives on Public Administration**
**Topic : IV. Major approaches in public administration**

**BY –PROF.SHYAMASHREE ROY**

# GOOD GOVERNANCE

## সুশাসনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য:

জনপ্রশাসন একটি নতুন ধারণা-সুশাসন চালু করেছে। সুশাসন শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে এই অসুবিধা তার ব্যাখ্যা এবং অনুসরণের পথে দাঁড়ায় না। ১৯৮০ এর দশক থেকে আমেরিকা সুশাসনের উঁচু আদর্শ অর্জনের জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সুশাসনের ধারণাটি জন প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। নিকোলাস হেনরি বলেছেন যে বর্তমান যুগকে (একবিংশ শতাব্দী) যথাযথভাবে সুশাসনের যুগ বলা যেতে পারে।

সুশাসনের আদর্শ এখনও অর্জন সম্ভব হয়নি তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে। সুশাসনকে আজ জনপ্রশাসনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেন? বলা হয়ে থাকে যে প্রশাসন পরিচালনার জন্য অবশ্যই

সরকারী প্রশাসনকে নিযুক্ত করা উচিত যা সমস্ত সদস্যের রাজনৈতিক না হলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের উপকারে আসবে।

সুশাসন বলতে গণতন্ত্রের আদর্শ অর্জন এবং রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রমে মানুষের অংশগ্রহণকেও বোঝায়। অর্থাৎ, অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন এমন একটি সমাজে তার সঠিক উপলব্ধি খুঁজে পায় যা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এটিও ধরে নিয়েছে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পাশাপাশি এমএনসি এবং এনজিওগুলির মধ্যে একটি ভাল এবং কার্যকর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে এই সকলের একটি প্রিজম্যাটিক সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়া (ফ্রেড রিগস শব্দটি ব্যবহার করার জন্য) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল দেশকে বিভিন্ন রূপে বৈদেশিক সহায়তা পেতে হবে। তবে বিদেশী সহায়তা আলাদিনের প্রদীপ হিসাবে বিবেচিত হবে না যা নিজেই সবকিছু করতে পারে। বৈদেশিক সহায়তার যথাযথ বা কার্যকর ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর যথাযথ ব্যবহার জন প্রশাসনের উপর নির্ভর করে। এই প্রশ্নটিও সুশাসনের আওতায় পড়ে।

## অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা:

সুশাসন এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন যে কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের প্রক্রিয়া অন্য কোথাও রয়েছে। এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই দু'জনকে কীভাবে অর্জন করা যায়?

সীমাবদ্ধতার সংখ্যা রয়েছে:

(১) গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অংশ নিতে ইচ্ছুক লোকদের অবশ্যই প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রশাসনের অংশগ্রহণ - এই ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা জরুরী। এমনকি এই ক্ষেত্রগুলির সাথে পরিচিত না এমন একজন উচ্চ দক্ষ ব্যক্তিও সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সাধারণ পাবলিক প্রশাসনেও রয়েছে বিভিন্ন জটিলতা – কেবলমাত্র অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ আমলাদের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ এমনকি প্রশাসনের গণ্ডিতে পৌঁছতে পারে না।

(২) মানসিকতা বা অংশগ্রহণের দক্ষতা অবশ্যই এই সমস্ত ক্ষেত্রে আগ্রহের আগে হওয়া উচিত। জনগণের বেশিরভাগই রাষ্ট্রীয় বিষয় বা রাজনীতিতে আগ্রহী বলে মনে হয়। তারা প্রশাসনের নীতি বা কার্য সম্পাদনের সমালোচনা করতে পারে তবে তাদের সমালোচনা গঠনমূলক নয়। এই ধরনের বিযুক্তি অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের একটি শক্তিশালী সীমাবদ্ধতা।

(৩) দলীয় রাজনীতি অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের পথে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আগ্রহী। তারা রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে মানুষকে শিক্ষিত করতে আগ্রহী নয় যা রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে বলা হয় তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলা হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অনুপস্থিতি কেবলমাত্র ট্রানজিশনাল রাজ্যগুলির বৈশিষ্ট্যগত বৈশিষ্ট্যই নয়, উন্নত রাজ্যেরও বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৪০% এর বেশি ভোটার তাদের ভোট দেয় না। যদি এই পরিস্থিতি হয় তবে আমরা কীভাবে সফল অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন এবং সুশাসনের আশা করতে পারি? আমার অংশগ্রহণ কখনই এই দুটি অর্জন করতে পারে না। সুবিচার ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশীদারিত্ব সুশাসন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণ আনতে পারে। এটি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

(৪) আজও অনেক দেশে মহিলারা পুরুষদের সাথে সমান অধিকার ভোগ করেন না। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্য সুশাসন এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে নিগ্রোরা নির্দিষ্ট কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। 1920 এর দশকের শেষদিকে ব্রিটিশ মহিলারা তাদের ভোটাধিকার পেয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের জনগণের এখনও নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার নেই। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র যাতে প্রতিটি নাগরিক মৌলিক অধিকার পেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় নি। এই হতাশার ছবিটি আশাবাদী অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের জন্য কোনও আগর সরবরাহ করে না।

(৫) আরেকটি সমস্যা আছে এবং এটি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। যদি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে তবে মৌলিক অধিকারের ঘোষণাটি সমাজের না-থাকার অধিকারগুলিকে সহায়তা করতে পারে না এবং সরকারী প্রশাসনে

অংশ নেওয়া তাদের নাগালের বাইরে থাকবে। অংশগ্রহণকারী জন প্রশাসন তাদের কাছে পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে হাজির হবে। অংশগ্রহণ যদি তাদের নাগালের বাইরে থাকে তবে কি সুশাসন বাস্তব হতে পারে? সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন, সুশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পাশাপাশি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো একে অপরের সাথে জড়িত। আমি দৃ strongly়ভাবে বিশ্বাস করি যে সুশাসন এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন উভয়ই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলিতেও সরকারী প্রশাসকরা এই দুটি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

**উপসংহার:**

অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন এবং সুশাসন হিসাবে ধারণাগুলি বেশ আকর্ষণীয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই দুটি এখনও উচ্চতর আদর্শ হিসাবে রয়ে গেছে। আধুনিক পাবলিক প্রশাসন অত্যন্ত জটিল এবং স্বাভাবিকভাবেই লোকদের অংশগ্রহণ এবং সুশাসন নিশ্চিত করার খুব কম বা এমনকি কোনও সুযোগ নেই। বিশ্বায়নের যুগে নির্দিষ্ট রাজ্যের জনপ্রশাসনকে বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করা হয় না। আমরা যদি বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি তবে আমরা খুব কম সংখ্যক বহুজাতিক সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা এবং ব্রেটন ওডস ইনস্টিটিউশনগুলি বিশ্ব অর্থনীতিকে ব্যবহারিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তারা প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলির পক্ষে এটি করছে।

এমনকি জাতি-রাষ্ট্রের ভূমিকাও যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে। মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়ই এমএনসি এবং এনজিওগুলির ধারণা এবং উদ্দেশ্য প্রচারে নিযুক্ত রয়েছে। অত্যন্ত অতিরঞ্জিত প্রচারের সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রশাসন বা শাসনব্যবস্থা হ্রাস পাচ্ছে বা "মরিবান্ড" (ভি। আই। লেনিনের বাক্যাংশটি ব্যবহার করার জন্য) পরিস্থিতিতে, মানুষের অংশগ্রহণ এবং সুশাসন কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা।

তবুও, আমরা আশা করি সুশাসন এবং অংশগ্রহণমূলক জন প্রশাসন উভয়ই অর্জনের জন্য আমাদের অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ এগুলি আমাদের লক্ষ্য – এগুলি আমাদের আদর্শ। গত একশত বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল প্রশাসন জন প্রশাসনকে জন-সমর্থক, উন্নয়নের উন্নতি, সুশাসন সমর্থক ও গণতান্ত্রিকপন্থী করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে যে ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে তা হ'ল সাফল্য এখনও আসেনি এবং এটি আদৌ আসবে কি না কেউ জানে না!

## FEMINIST PERSPECTIVE IN PUBLIC ADMINISTRATION

## জনপ্রশাসনে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:

মহিলারা বিশ্ব জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ। তারা পুরুষদের সাথে সমতা নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশ নিচ্ছে। পশ্চিমে মহিলারাও জনপ্রশাসনে জড়িত এবং সন্তোষজনক উপায়ে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকৃতি নারী ও পুরুষের দক্ষতার মধ্যে যে প্রাকৃতিক পার্থক্য এনেছে তা বোঝা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল

তাই সেই নিয়োগকর্তাদের পক্ষে সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে মহিলা কর্মচারী রয়েছেন, কারণ পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কেবল বস করা এবং আদেশ দেওয়া পছন্দ করেন না। তবে যখন প্রশাসন প্রশাসনের কথা আসে তখন মহিলাদের আদেশ অনুসরণ করতে হয়। এটি আমাদের আদেশ দেওয়ার উপায় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে পরিচালিত করে। উচ্চ আপগুলি অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা তাদের অধীনস্থদের অনুভূত করা উচিত নয় এবং আদেশ জারি করার সময় খুব সতর্ক এবং পেশাদার হওয়া উচিত। এই ধারণাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন অধস্তন মহিলা একজন মহিলা কারণ কোনও পরিচালক বা উচ্চ পদমর্যাদার কর্মকর্তা যদি কোনও মহিলাকে অনুভব করেন যে তিনি কেবল তাঁর আদেশের সাথে আবদ্ধ। তিনি অবশ্যই কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন যা সময়সীমার লঙ্ঘন হতে পারে, কাজের মানের সাথে আপস করা বা খারাপ ক্ষেত্রে এটি সেই মহিলা কর্মচারীর পদত্যাগের কারণ হতে পারে।

জন প্রশাসনের উপর নারীবাদর প্রভাবের প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য। মানব প্রেরণার তত্ত্ব অনুসারে মাসলোর লিঙ্গ নির্বিশেষে চাকরি পাওয়া একজন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। তবে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমরা যদি এই পরিস্থিতিকে বিস্তৃত দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করি তবে আমরা জানতে পেরেছি যে পশ্চিমে কয়েকটি উন্নত দেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এখানে বিশাল লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। এমনকি পশ্চিমেও যখন মহিলারা ব্যবস্থার অংশ হয়ে যায়, তাদের অনেক লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয় যা তাদের কার্যকারিতাকে সত্যই প্রভাবিত করে এবং তাদের পরিচালনার দক্ষতাও সরবরাহ করে। আদেশ ও লিঙ্গ বৈষম্য দেওয়ার উপায় ব্যতীত আরেকটি বিষয় যা জনপ্রশাসনে নারীবাদের প্রভাবের সাথে প্রাসঙ্গিক তা হ'ল একটি সংস্থার সংস্থান হিসাবে নারীর গুরুত্ব। কোনও সংস্থাকে তার মানবসম্পদের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা সংস্থাটিকে কর্মচারী এবং উচ্চতর আপগুলির মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।

জনসাধারণের প্রশাসনে নারীবাদের প্রভাব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যে সাধারণ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার পরে, এখন এই বিষয়গুলিকে একটি বিশেষ পরিবেশে প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ যা জন প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্র। (ক্রিসলভ, 2003) মহিলারা তাদের দক্ষতার সাথে মেলে এমন কর্তব্যগুলি অর্পণ করা হয় এবং প্রকৃতি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে যে পার্থক্যগুলি আঁকিয়েছে সেগুলি নিখুঁত করে দিলে তারা ভাল প্রশাসক হতে পারে। অন্য কথায় ফেমিনিজম ধারণাটি সঠিকভাবে বোঝা ও ধারণা করা হলেও নারীবাদ জন প্রশাসনকে কিছুটা ভাল প্রভাব ফেলতে পারে।

এটি বেশ কিছুদিন হয়েছে যে উন্নত বিশ্বে মহিলাদের জনসাধারণের প্রশাসনেও অবদান রাখার সমান সুযোগ দেওয়া হয়। এটি একটি সত্য যে তারা যথাযথ পদ্ধতিতে তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং তাদের দেশগুলির সামগ্রিক প্রশাসনেও অনেক মহিলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পশ্চিমারা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে এই আত্মবিশ্বাসের সাথে যে তারাও সরকারের অংশ হতে পারে এবং দেশের সার্বিক প্রশাসনের আরও উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। তবে এটি এখনও সময়ের প্রয়োজন যে বাকী বিশ্বের লোকেরাও এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং জনসাধারণের প্রশাসনে তাদের ভূমিকা পালন করে তাদের পরিচালনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণের জন্য মহিলাদেরকে সমান সুযোগ প্রদান করে।

বিশ্বটি একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে এবং এখন প্রশাসনের পদ্ধতিটিও একটি বৃহত্তর পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলির বেশিরভাগই বুঝতে পেরেছেন যে সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এগুলিই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বিবর্তনের বিষয়ে। ক্ষমতায়ন একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক কাজ জড়িত কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকোণ সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক তাদের দেশের সেবার জন্য মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হয়। মহিলাদের ক্ষমতায়নের সর্বাধিক সাধারণ উদাহরণ হ'ল তাদের জন প্রশাসন প্রশাসনের অংশ হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

দেশের প্রশাসনিক প্রশাসনে নারীদের অন্তর্ভুক্তি দেশের অন্যান্য সকল মহিলাদের পক্ষে সত্যিকারের মঙ্গল হতে পারে কারণ এটি একটি সত্য যে মহিলারা তাদের লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন এবং তাদের ইনপুট গ্রহণে এটি কার্যকর হতে পারে। প্রশাসনকে আরও উন্নত করার জন্য ক্ষমতার বিচ্যুতি নিশ্চিত করা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সময়ের প্রয়োজন কারণ সত্যিকারের দ্রুত গতিতে বিশ্ব বিকশিত হচ্ছে। সুতরাং, সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়কে একরকম ক্ষমতায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। এটি করার একটি সর্বাধিক সাধারণ উপায় হ'ল জন প্রশাসনে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উত্সাহ দেওয়া।

## লিঙ্গ কীভাবে জন প্রশাসনে মহিলাদের অবস্থানকে প্রভাবিত করে?

লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাবগুলি যে সকল মহিলারা বিভিন্ন ক্ষমতায় জন প্রশাসন প্রশাসনে তাদের ভূমিকা পালন করে তাদের পারফরম্যান্সে জেনে রাখা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গ বৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে পশ্চিমারা যদিও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তবে এখনও সরকারী প্রশাসনে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে অভিযোগকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা পাওয়া যেতে পারে। তাদের বেশিরভাগই অভিযোগ করেছিলেন যে লিঙ্গ বৈষম্য তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে করেছে। তারা বলেছে যে তাদের পেশাগত কর্মজীবন জুড়ে তারা প্রচুর লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে। এটি দেখায় যে পাশ্চাত্যের মহিলারাও লিঙ্গ বৈষম্যের অভিশাপের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং এটিও সরকারী প্রশাসনে যা কোনও দেশ ও সমাজের জন্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।

এটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও কর্মক্ষেত্রকে অবনমিত করা উচিত এবং পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই প্রশংসা করা উচিত। (শুমাচার, ২০০৯) জনশাসনের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ লিঙ্গ বৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলি কেবল মহিলাদেরকেই প্রভাবিত করে না শেষ পর্যন্ত তারা পুরো সমাজেও খারাপ প্রভাব ফেলে। জনপ্রশাসন জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত এবং এই ধরণের কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকর্তাকে কেবল তাদের কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। কিন্তু কর্মচারীরা যখন লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সমস্যার মুখোমুখি হবে, তখন এটি পুরো সমাজের জন্য একটি করুণ পরিস্থিতি হবে। লিঙ্গ বৈষম্য জন প্রশাসন প্রশাসনের সাথে জড়িত মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাসের ঘাটতি সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা কেবল উপযুক্ত পদ্ধতিতে তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

দক্ষতা এবং কার্যকারিতা মূল্যবোধের গুরুত্ব ছিল যেখানে প্রযুক্তি প্রশাসন বাস্তবায়নের বিষয়টি হিসাবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই উত্সাহিত অগ্রাধিকারটির অর্থ সামাজিক ন্যায্যতা, সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ এবং সমান সুযোগের নীতিগুলি প্রশাসনিক "বিজ্ঞানে" ফিরে আসন

গ্রহণ করেছিল। শ্রমশক্তিতে নারীদের সত্যিকারের সংহতকরণের লক্ষ্য হ'ল একটি "হতাশ কর্মক্ষেত্র যেখানে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই মূল্যবান প্রশংসা করা হয় মহিলারা পুরুষদের মতো আচরণ না করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতা মিলিয়িউকে শক্তিশালী করে। ঠিক যেমনটি মিসেস টি জে বোলকার বহু বছর আগে পর্যবেক্ষণ করেছেন, লিঙ্গ নীতি অগ্রাধিকার, পাবলিক উদ্যোগ এবং স্টাইলিস্টিক উপকরণগুলিতে যথেষ্ট তাত্পর্য তৈরি করে মহিলাদের অবদানগুলি ক্যাননকে পরিপূরক এবং সমৃদ্ধ করে, যা অন্যথায় ক্ষেত্রের একটি তির্যক উপস্থাপনা উপস্থাপন করে যা অর্ধেকেরও বেশি কাজকে অগ্রাহ্য করে জনসংখ্যা। প্রতিনিধি আমলগুলি বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে উত্সাহিত করতে পারে। বেশ কয়েকটি পণ্ডিত যেমন উল্লেখ করেছেন, প্রতিনিধিত্ব আমলাতন্ত্রগুলিকে দেহের রাজনীতির প্রতি আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে এবং সরকারী জবাবদিহিতা বাড়াতে পারে। "